পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে সম্পদ সংগ্রহ এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর অন্তর্গত ১৩৩ ধারা বলে পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় অভিকর, মাশুল, উপশুল্ক এবং বিভিন্ন প্রকার ফি গ্রহন করার জন্যে আদর্শ উপবিধি প্রনয়ন সংক্রান্ত।

আদেশানুসারে উপরিল্লিখিত বিষয়ে আপনাকে জানাই যে সংশোধন-উত্তর পঞ্চায়েত আইনের ২২৩ ধারায় পঞ্চায়েত সমিতিকে উপবিধি তৈরী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ২০০৩ সালের পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন অনুসারে ঐ উপবিধি প্রনয়ন আবশ্যিক করা হয়েছে। উপবিধির বিভিন্ন অনুচ্ছেদ গুলি এমন ভাবে প্রনয়ন করতে হবে তা যেন পঞ্চায়েত আইন এবং নিয়মাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। পঞ্চায়েত সমিতি তার প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ উপবিধি সংশোধন করতে পারবে। উপবিধি প্রনয়ন করে তার অনুলিপি জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের অবগতির জন্য পাঠাতে হবে। প্রনীত উপবিধি পঞ্চয়েত আইন ও নিয়মাবলীর পরিপন্থী হলে রাজ্য সরকার ঐ উপবিধি বাতিল করবেন।

খসড়া উপবিধি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তৈরী করতে হবে। উপবিধি প্রকাশ করার সময় এইমর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে যে যদি সংশ্লিষ্ট উপবিধির কোন অনুচ্ছেদ সম্পর্কে কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি বা সুপারিশ থাকে তাহলে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তা জানাতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে ঐ নির্দিষ্ট দিনটি উল্লেখিত থাকবে। এছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করতে হবে কোন তারিখের মধ্যে উপবিধি অনুমোদন ও কার্যকরী করা হবে। পঞ্চায়েত সমিতির সাধারন সভায় খসড়া উপবিধি অনুমোদন করিয়ে নিম্নলিখিত স্থানে প্রকাশ করতে হবে।

১) পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়
২) জিলা পরিষদ কার্যালয়
৩) অতিরিক্ত জেলা নিবন্ধকের কার্যালয়
৪) থানা এবং ফাঁড়ি
৫) জেলা শাসকের কার্যালয়
৬) মহকুমা শাসকের কার্যালয়
৭) জেলা-বিচারকের কার্যালয়
৮) মুন্সেফ কোর্ট

খসড়া উপবিধি এবং বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ব্যাপক প্রচার করতে হবে। আপত্তি সুপারিশ জানাবার জন্য অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ সময় দিতে হবে। জনসাধারনের পক্ষ থেকে যে সকল আপত্তি বা সুপারিশ পাওয়া যাবে, সেগুলি পঞ্চায়েত সমিতির সভায় বিবেচনা করে উপবিধি চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হবে। চুড়ান্তভাবে গৃহীত উপবিধি পুনরায় উপযুক্ত স্থানগুলিতে প্রকাশ করতে হবে ও জিলা পরিষদ এবং জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে পাঠাতে হবে। উপবিধি সংশোধন করার সময়ও পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক একই পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

রাজ্যের পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সুবিধার্থে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ একটি আদর্শ উপবিধি তৈরী করেছে। এই রাজ্যের সকল পঞ্চায়েত সমিতির অনুসরনযোগ্য ঐ আদর্শ উপবিধির প্রতিলিপি এই মর্মে প্রেরণ করা হল। প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতিকে আগামী তিন মাসের মধ্যে উপযুক্ত আদর্শ উপবিধি অনুসারে নিজস্ব উপবিধি প্রনয়ন করে তা গ্রহন করতে হবে এবং ঐ উপবিধি র অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের মাধ্যমে এই বিভাগে পাঠাতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগন ব্লক ভিত্তিক কর্মশালার মাধ্যমে এই আদর্শ উপবিধির বিষয়গুলি যথাযথভাবে ব্যখ্যা করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ দেবেন যাতে পঞ্চায়েত সমিতি কতৃর্ক উপবিধি গৃহীত হয় এবং উপবিধি অনুসারে অভিকর, মাশুল ইত্যাদি আদায়ের মাধ্যমে নিজস্ব আয়ের সংস্থান হয় ।

পঞ্চায়েত সমিতির অভিকর, উপশুল্ক ও ফী গ্রহন সম্পর্কিত আদর্শ উপবিধি-

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩- এর ১০৯ ধারায় বর্ণিত দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত অর্থের সংস্থানের জন্য এবং পঞ্চায়েত সমিতির সম্পদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩- এর ১৩৩ ও ১৩৪ ধারা বলে উপশুল্ক, অভিকর ও ফী গ্রহনের জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি) হিসাব রক্ষণ ও আর্থিক নিয়মাবলী, ২০০৩ এর ৯০ (৯) নিয়ম অনুসারে নিবন্ধীকরণ ফী এবং পুননর্বীকরণ ফী গ্রহনের জন্য.........................
পঞ্চায়েত সমিতির (নাম)..

পোষ্ট অফিস .... থানাঃ...................... জেলাঃ-
.... পশ্চিমবঙ্গ এর উপবিধি রচনা করা প্রয়োজন।

এই জন্য পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২২৩ ধারাবলে নিম্নলিখিত উপবিধি রচনা করা হল।

ভূমিকাঃ-

(১) এই উপবিধি সমূহ...................... (নাম)................... পঞ্চায়েত সমিতি উপবিধি নামে অভিহিত হবে।

(২) এই উপবিধি.........................(পঞ্চায়েত সমিতির নাম) পঞ্চায়েত সমিতির সমগ্র এলাকায় প্রযোজ্য হবে।

(৩) .... (পঞ্চায়েত সমিতির নাম) পঞ্চায়েত সমিতির সাধারন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখ থেকে এই উপবিধি বলবৎ হবে।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩- এর ১৩৩ ও ১৩৪ ধারামতে এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি) হিসাব রক্ষণ ও আর্থিক নিয়ামাবলী, ২০০৩ এর ৯০ (৯) নিয়ম অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক ধার্য উপশুল্ক, ফি বা অভিকরঃ-

কোনও পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক উপশুল্ক, ফি ও অভিকর ধার্য করার জন্য নিম্নোক্ত সর্বোচ্চ হার সুপারিশ করা যেতে পারেঃ

১) ১৩৩(১) (এ) ধারা মতে পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারা নির্মিত (কাঁচা ও মাটির রাস্তা ব্যতীত) যে কোনও রাস্তা বা সেতু যা পঞ্চায়েত সমিতিতে ন্যস্ত বা তার পরিচালনাধীন এমন রাস্তা বা সেতুর উপর নিম্নলিখিত সর্বোচ্চ হারে টোল বা উপশুল্ক (পথকর) ঐ রাস্তা বা সেতু পারাপারের জন্য আদায় করা যাবে।

ক) মোটর লরি বা ট্রাক বা ট্রাক্টর (মালসহ) টাঃ ২৫.০০ প্রতি বারের জন্য

খ) ট্রাক্টর-ট্রেলারসহ (মালসহ) টাঃ ১০.০০ প্রতি বারের জন্য।

গ) ম্যাটাডোর বা ডেলভারি ভ্যান ইত্যাদি (মালসহ) টাঃ ১০.০০ প্রতি বারের জন্য।

২) ১৩৩(১) (বি) ধারা মতে পঞ্চায়েত সমিতি ন্যস্ত বা পরিচালনাধীন খেয়া পারাপারের জন্য নিম্নলিখিত হারে টোল বা উপশুল্ক আদায় করতে পারবেন।

১)	আট বৎসরোর্ধ্বে কোনও যাত্রী (২০ কেজি মাল সহ) বা বাইসাইকেল বা ঠেলাগাড়ি বা সাইকেল রিকশা বা ভ্যান রিক্সা	ঃ	টাঃ ১.০০ প্রতিবারের জন্য।
২)	আট বৎসরোধর্ব কোনও যাত্রী (২০ কেজির বেশী মালসহ) প্রতি	ঃ	টাঃ ১.৫০ প্রতিবারের জন্য।
৩)	গবাদি পশু প্রতি বা যন্ত্রচালিত দু-চাকার গাড়ি বা রিকশা	ঃ	টাঃ ২.০০ প্রতিবারের জন্য।
৪)	মোটর গাড়ি প্রতি বা ট্রেকার বা ম্যাটাডোর ভ্যান প্রতি বা ট্রাক্টর (ট্রেলারসহ) প্রতি	ঃ	টাঃ ১৫.০০ প্রতিবারের জন্য।
৫)	পশুবাহিত মালবাহনের জন্য গাড়ি প্রতি বা অটো রিকশা প্রতি বা ট্রাক্টর (ট্রেলারবিহীন) প্রতি বা পাওয়ার টিলার প্রতি	ঃ	টাঃ ১০.০০ প্রতিবারের জন্য।
৬)	মিনিবাস বা বাস বা লরি প্রতি	ঃ	টাঃ ২৫.০০ প্রতিবারের জন্য।

৩) ১৩৩ (১)(সি)(২) ধারা মতে পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনাধীন কোনও দেবস্থান, তীর্থস্থান, মেলা ইত্যাদি যেগুলি রাজ্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট, সেই স্থানগুলি অনাময় ব্যবস্থা করণের ফীঃ

১)	বারো বৎসরের উর্দ্ধে যাত্রী প্রতি	ঃ	টাঃ ০.৫০ প্রতিবারের জন্য।
২)	ফেরিওয়ালা ও ব্যাপারি (স্টলবিহীন) প্রতি	ঃ	টাঃ ৩.০০ প্রতিবারের জন্য।
৩)	ফেরিওয়ালা ও ব্যাপারি (স্টলসহ) প্রতি	ঃ	টাঃ ১০.০০প্রতিবারের জন্য।

৪) ১৩৩ (১)(সি)(৪) ধারা মতে হাট বা বাজার এর জন্য বার্ষিক লাইসেন্স ফিঃ ২০০০.০০ পর্যন্ত।

৫) ১৩৩ (১)(সি)(৫) ধারা মতে পঞ্চায়েত সমিতি তার এলাকায় পানীয় জল, সেচ বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করলে, জলকর ধার্য ও আদায় করতে পারবে।

১৩৩(১)(সি)(৪) ধারা মতে

৬) (১) পঞ্চায়েত সমিতি নিজ উদ্যোগ অথবা সরকারী জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং (গ্রামীন জল সরবরাহ) সংস্থার মাধ্যমে গভীর নলকূপ স্থাপন ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ীতে বাড়ীতে বা প্রতিষ্ঠানে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য জল কর ধার্য করবেন। উক্ত দল করের সর্বোচ্চ হার মাসিক ত্রিশ (৩০) টাকার বেশী হবে না। এই হার ধার্য্য করা হবে জল সরবরাহ করার জন্য প্রকৃত ব্যয় ভারের ওপর নির্ভর করে।

(২) পঞ্চায়েত সমিতি গভীর বা অগভীর নলকূপ বা মিনিডিপটিউবয়েল স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি কার্যের জন্য সেচের ব্যবস্থা করলে অথবা রাজ্যসরকার বা জিলা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত এবং পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ভারপ্রাপ্ত হলে সেচ প্রাপ্ত এলাকার কৃষি জমির মালিকগনের জমির পরিমান অনুযায়ী সেচ কর ধার্য হবে। সেচ সেবিত এলাকার জন্য মরসুমী শস্যভিত্তিক একর প্রতি ৩৫০ টাকা উপকৃত কৃষিজীবি বা চাষী বা জমির মালিকের উপর ধার্য্য এবং আদায় করা হবে।

(৩) আগুন নির্বাপন বা গ্রীষ্মকালে পানীয় জলাভাবে অথবা রোগ সংক্রমন ও জল দূষনজনিত পরিস্থিতি ব্যতিরেকে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে অথবা কোন অনুষ্ঠানের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা যদি করা হয় তবে জল বাহক গাড়ী ও ট্যাংকার-এর ব্যবহারিক ব্যয় বাবদ জল অভিকর আদায় করা যাবে এবং ওই অভিকর মোট ব্যয়ের সমপরিমান টাকার বেশী হবে না।

(৪) যে কোন ধরনের পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থা যখন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহন করে পানীয় দ্রব্য তৈরীর জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন করে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করে অথবা পঞ্চায়েত সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীন জলাশয় থেকে উত্তোলন করে ব্যবহার করে অথবা পাইপ লাইনের মাধ্যমে কিংবা অন্য উপায়ে সরবরাহ কৃত জল ব্যবহার করে তাহলে প্রতি লিটার জলের জন্য ১০ (দশ) পয়সা হারে প্রতি মাসে জল কর বাবদ আদায় করা হবে।

৭) ১৩৩ (১) (সি)(৬) ধারা মতে পঞ্চায়েত সমিতি তার এলাকায় সর্বসাধারণের জন্য রাস্তা বা কোনও স্থান আলোকিত করার ব্যবস্থা করলে আলোর অভিকর ধার্য ও আদায় করতে পারবেন। আলোর অভিকর ধার্য্যের হার সংশ্লিষ্ট এলাকার জমি ও বাড়ি বা উক্ত বাস্তুভুক্ত উভয়ের বার্ষিক করের কুড়ি শতাংশের বেশী হবে না। গ্রাম পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদ যদি উক্ত উপশুল্ক, ফি ও অভিকর ধার্য করে তাহলে পঞ্চায়েত সমিতি দ্বিতীয়বার কর ধার্য করবে না।

৮) ১৩৩ (১) (সি)(৩) ধারা মতে রাজ্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর বলে ঘোষিত কোনও ব্যবস্থা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে এবং পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক নির্দ্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে চালানোর জন্য নিম্নলিখিত হারে বার্ষিক লাইসেন্স ফি আদায় করা যাবে।

১)	পেট্রোলিয়াম, ন্যাপথা অথবা অন্য কোনও দাহ্য পদার্থ, তেল গুদামজাত ও বিক্রী করার জন্য বা ইট ভাঁটা	ঃ	টাঃ ১০০০.০০
২)	কেরোসিন তেল, কয়লা অথবা কোক গুদাম জাত ও বিক্রী করার জন্য	ঃ	টাঃ ৫০০.০০
৩)	টালি ভাটা	ঃ	টাঃ২৫০.০০
৪)	চুন ভাটা বা পটারি	ঃ	টাঃ১৫০.০০
৫)	ব্যক্তিগত ব্যবহার বা কোন কলকারখানা বা জাহাজঘাটার ব্যবহার ব্যতীত খড়, ঘাস, চট, বা অন্য কোনও দাহ্য পদার্থের ব্যবস্থা বা গুদাম জাত করার জন্য	ঃ	টাঃ ১০০.০০
৬)	ধর্মীয় বা অন্য কোনও উৎসবের প্রয়োজন ছাড়া প্রাণী হত্যা বা কসাইখানা চালানোর ব্যবস্থা	ঃ	টাঃ ৫০০.০০
৭)	মাছ, পশুর চামড়া বা শিং-এর গুদাম, পশুর হাড় ফাটানো বা গুদামজাত করা, চর্বি গলানো, চামড়ার ট্যানিং করা বা জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরী করা	ঃ	টাঃ৫০০.০০
৮)	তৈলজাত বস্তু তৈরী, সাবান তৈরী রঞ্জন কার্য	ঃ	টাঃ১০০০.০০
৯)	ক্ষতিকারক বা অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ নির্গত হয় এমন সব এ্যাসিড ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর কলকারখানা বা ব্যবস্থা	ঃ	টাঃ১০০০.০০
১০)	ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক দ্রব্যাদি তৈরীর কারখানা বা ব্যবস্থা	ঃ	টাঃ৫০০.০০
১১)	পাথর ভাঙার কারখানা	ঃ	টাঃ১০০০.০০

৯) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতি) হিসাব এবং আর্থিক নিয়মাবলী, ২০০৩- এর ৯০(৯) নিয়ম অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতি ঠিকাদার নিবন্ধীকরণের জন্য ফেরত যোগ্য নয় এমন ফীর হার ঠিক করবে। ঠিকাদারগন নাম

নথিভুক্তি হওয়ার পর পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্দ্ধারিত নিবন্ধীকরণ ফী জমা দেবেন। প্রতি বছর নাম নবীকরণের জন্য ঠিকাদারগন পঞ্চায়েত সমিতিতে ফেরত যোগ্য নয় এমন বার্ষিক ফী জমা দেবেন। পঞ্চায়েত সমিতি নিম্ন বর্ণিত হারে নিবন্ধকরণ ফী ও বার্ষিক ফী ধার্য ও আদায় করতে পারবেন।

১)	‘ক’ শ্রেণীভুক্ত ঠিকাদারের নিবন্ধীকরণের জন্য সর্বোচ্চ ফী	ঃ	১২,০০০ টাকা
২)	‘খ’ শ্রেণীভুক্ত ঠিকাদারের নিবন্ধীকরণের জন্য সর্বোচ্চ ফী	ঃ	৬,০০০ টাকা
৩)	‘গ’ শ্রেণীভুক্ত ঠিকাদারের নিবন্ধীকরণের জন্য সর্বোচ্চ ফী	ঃ	৩,০০০ টাকা
৪)	‘ক’ শ্রেণীভুক্ত ঠিকাদারের নাম পুনর্নবীকরণের জন্য সর্বোচ্চ ফী	ঃ	৮,০০০টাকা
৫)	‘খ’ শ্রেণীভুক্ত ঠিকাদারের নাম পুনর্নবীকরণের জন্য সর্বোচ্চ ফী	ঃ	৪,০০০টাকা
৬)	‘গ’ শ্রেণীভুক্ত ঠিকাদারের নাম পুনর্নবীকরণের জন্য সর্বোচ্চ ফী	ঃ	২,০০০টাকা

১০) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২২৩ ধারায় ৩(১) উপধারা অনুযায়ী প্রণীত এই উপবিধি ভঙ্গ বা অমান্য করলে বা দোষী সাব্যস্ত হলে প্রথমবারের জন্য সর্বোচ্চ একশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা যাবে এবং এই দন্ড দানের পরও এই উপবিধি একইভাবে ভঙ্গ করতে থাকলে বিধি ভঙ্গের দরুন দোষী ব্যক্তিকে প্রতিদিনের জন্য দশ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ দন্ড দিতে হবে এবং আদায়ীকৃত অর্থদন্ড পঞ্চায়েত সমিতির তহবিলে জমা হবে।

১১) নিঃস্ব, অসহায় ও সম্বলহীন ব্যক্তি অথবা পরিবারগুলির ক্ষেত্রে এই ফি, অভিকর এ উপশুল্ক প্রযোজ্য হবে না ।

স্বাক্ষর..................................

নির্বাহী আধিকারিক

.... পঞ্চায়েত সমিতি

.... জেলা।